নিজস্ব পথ

চন্দনা চক্রবর্তী

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

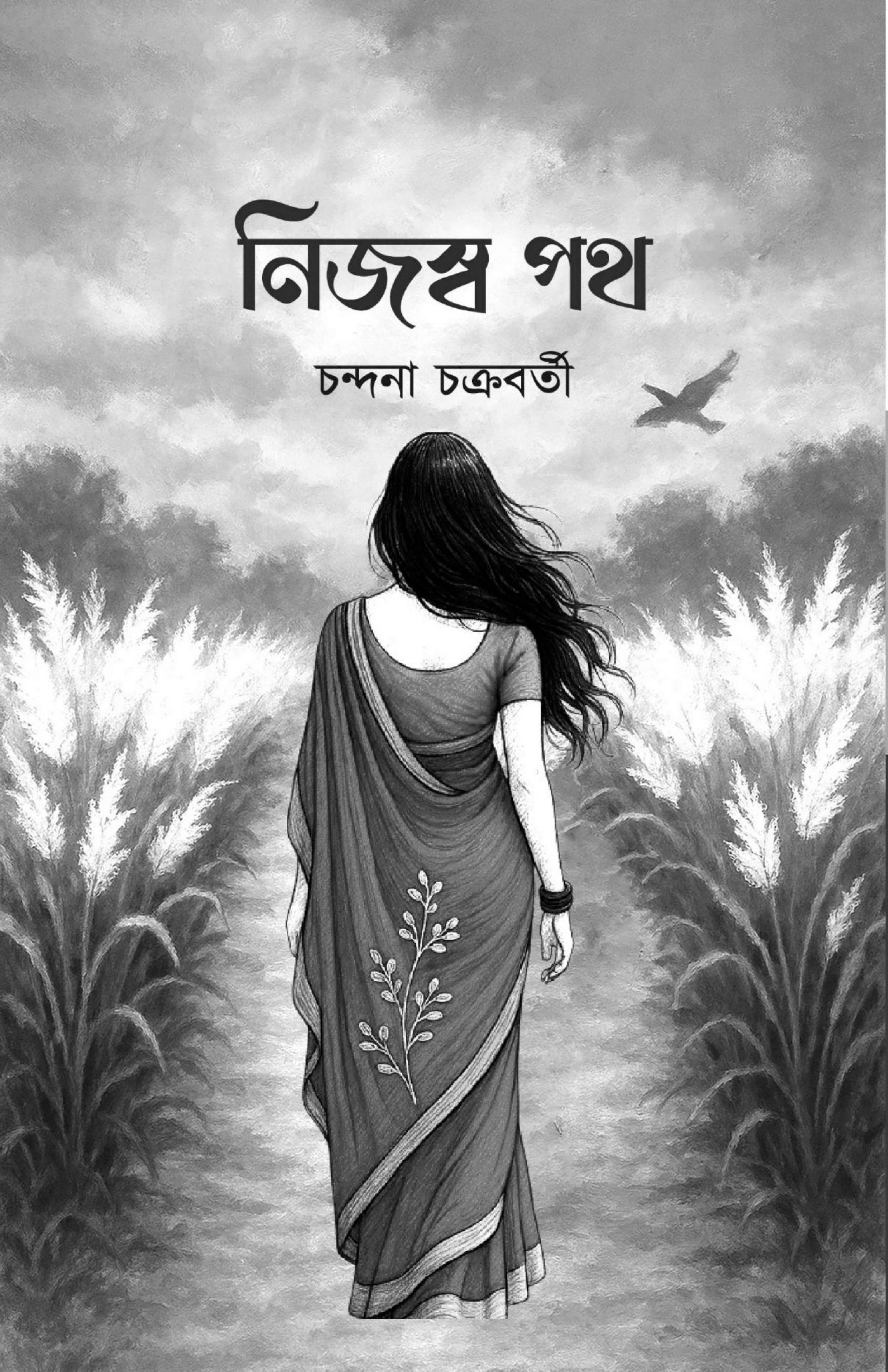
নিজস্ব পথ
চন্দনা চক্রবর্তী

উ ৎ স র্গ

এক মহীয়সী নারী, আমার প্রিয় “মা”, কে
হৃদয়ের গভীরতা থেকে উৎসর্গ করলাম—
যিনি অসহায়তার ছায়ায়ও আমাকে শক্তি দিয়েছেন,
আমাকে নিজের পথে হাঁটার সাহস জুগিয়ে নতুন আলোকিত
ভোর তৈরি করতে শিখিয়েছেন।

ভূমিকা

মধ্যবিত্ত জীবনের রুটিনের ভেতর লুকিয়ে থাকে অজস্র না-বলা গল্প, না-জাগা স্বপ্ন। বাইরে থেকে যেন সবই ঠিকঠাক, সংসার চলে, সন্তান বড় হয়, দায়িত্বের তালিকা পূরণ হয়। কিন্তু ভিতরে? সেখানে কুয়াশা জমে। সেখানে হারিয়ে যায় ‘নিজে’ নামের একটা সত্তা।

“নিজস্ব পথ” সেই সমস্ত নারীদের গল্প, যারা একদিন নিজেদের খুঁজে পেতে চেয়েছে— চুপিচুপি, ধীরে ধীরে, কিন্তু সাহসিকতায়। অন্বিতা রহমান সেই নারীদের প্রতীক, এক গৃহবধূ, এক মা, এক পুত্রবধূ, যার জীবনের প্রতিটি পরিচয় অন্যের জন্য, কিন্তু যার ভিতরে রয়ে গিয়েছিল একটি নিজস্ব স্বর, যা সে নিজেই ভুলতে বসেছিল।

এই উপন্যাস শুধু একজন নারীর লেখক হয়ে ওঠার গল্প নয়; এটা একজন মানুষের নিজের আত্মপরিচয় খোঁজার লড়াইয়ের গল্প, যেখানে বাধা এসেছে সংসার থেকে, সমাজ থেকে, এমনকি নিজের ভেতর থেকে। তবু সে থামেনি। ছোট ছোট পায়ে চলতে চলতে, কষ্ট আর ক্লান্তির মাঝেও সে নিজের জন্য একটা পথ বানিয়ে নেয়— যা কারও অনুকরণ নয়, কারও অনুমতির অপেক্ষায়ও নয়।

“নিজস্ব পথ” সেই আত্মপ্রত্যয়ের জয়গান, যা আমাদের চারপাশেই ঘটে— নীরবে, গভীরভাবে।

প্রকাশকের কথা

“নিজস্ব পথ” উপন্যাসটি হাতে পেয়ে প্রথম যে অনুভূতিটি হয়েছিল, তা হলো—এটি কেবল একটি গল্প নয়, এটি একটি মর্মস্পর্শী আত্মজিজ্ঞাসার যাত্রাপথ। লেখিকা চন্দনা চক্রবর্তী এক অনবদ্য সংবেদনশীলতা দিয়ে এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন একজন মধ্যবিত্ত নারীর নীরব, অথচ গভীর আত্মসংঘর্ষ। অন্বিতা রহমানের গল্প আমাদের সকলের গল্প হয়ে ওঠে, বিশেষ করে সেইসব নারীর, যারা নিজেদের স্বপ্নগুলোকে প্রতিদিনের দায়-দায়িত্বের ভেতর হারিয়ে ফেলেছেন।

রান্নাঘরের ধোঁয়ায় ঢাকা সকাল, শাশুড়ির ওষুধ, সন্তানের স্কুলব্যাগ, সংসারের ক্লান্ত ছকবদ্ধতা—এই সমস্ত বাস্তবতার মধ্যে অন্বিতার ভেতরের ‘আমি’ যখন এক টুকরো পুরনো নোটবুকের পাতায় হঠাৎ মুখ তোলে, তখন পাঠকেরও চোখে ভেসে ওঠে নিজের বিস্মৃত স্বপ্নের ছায়া। এই বইটি পড়তে পড়তে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে—আমরাও কি নিজেদের কোনো অংশ হারিয়ে ফেলিনি? আমাদের মধ্যেও কি এখনও বেঁচে নেই এক স্বপ্নদ্রষ্টা সত্ত্বা?

চন্দনা চক্রবর্তী অত্যন্ত পরিমিত, অথচ মননশীল ভাষায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন অন্বিতার অন্তর্জগত। কল্পনা ও বাস্তবতার সংযোগে গড়ে উঠেছে এক মানবিক সেতু, যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা প্রত্যেকে নিজেদের খুঁজে নিতে পারি। এই উপন্যাসের সবচেয়ে বড় শক্তি হল এর আত্মীয়তা—এমন

এক আত্মীয়তা যা পাঠক ও চরিত্রের মাঝে দেয়াল তৈরি করে না, বরং সেতুবন্ধন ঘটায়।

"নিজস্ব পথ" শুধু একটি নারীর নিজেকে ফিরে পাওয়ার গল্প নয়, এটি এক সামাজিক-মানসিক অভিঘাতের নীরব দলিল। এটি আমাদের সকলের নিজের দিকে ফিরে তাকানোর আহ্বান। লেখালেখির মাধ্যমে জীবনের নতুন দিগন্ত খুঁজে পাওয়ার এই যে সাহসিকতা- তাই-ই হয়ে উঠুক প্রতিটি পাঠকের অনুপ্রেরণা।

এই গ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরে আমরা গর্বিত ও কৃতজ্ঞ। আশা করি, প্রতিটি পাঠক এই বইয়ের পাতায় নিজের জীবনের একটি প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাবেন এবং খুঁজে পাবেন নিজের পথও।

—প্রকাশক
ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী

সূচিপত্র

অধ্যায়	নাম	পৃষ্ঠা নং
অধ্যায় ১	ধোঁয়াশার সকাল	১১
অধ্যায় ২	অভ্যন্তরীণ আর্তনাদ	১৫
অধ্যায় ৩	হারানো কণ্ঠস্বর	১৯
অধ্যায় ৪	একটি চিঠি	২২
অধ্যায় ৫	অপ্রত্যাশিত সাহস	২৫
অধ্যায় ৬	প্রতিবাদের ভাষা	২৮
অধ্যায় ৭	আত্মপরিচয়ের ক্ষীণ আলো	৩১
অধ্যায় ৮	মুখোমুখি সিদ্ধান্ত	৩৫
অধ্যায় ৯	বাস্তবতার জটিলতা	৩৯
অধ্যায় ১০	নতুন আলোর শুরুর গল্প	৪২
অধ্যায় ১১	ছোট ছোট বিজয়	৪৫
অধ্যায় ১২	সংকটের ছায়া	৪৮
অধ্যায় ১৩	নতুন সন্ধ্যা	৫২
অধ্যায় ১৪	নতুন দিশা	৫৬
অধ্যায় ১৫	নিজস্ব পথ	৬০

অধ্যায় ১
ধোঁয়াশার সকাল

সকাল সকাল রান্নাঘরের পরিবেশ সবসময়ই আলাদা এবং অনন্য। প্রতিদিনের মতো নিত্যকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অন্বিতা রহমান। সময়ের ওজন নিয়ে তার মনে একটি অদৃশ্য চাপ যেন ক্রমাগত বেড়ে চলছে। তিনি হাতের কাজের মধ্যে ডুবে আছেন, কিন্তু মনে মনে কিছু একটা যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেবেই চলেছেন। রান্নাঘরের পরিবেশে বিস্মৃতির চাদর পড়েছে, যখন তার চারপাশে একটি ধোঁয়াশা সৃষ্টি হচ্ছে—সময়ের।

মধ্যবিত্ত গৃহবধূ হিসেবে তার জীবনটি সাধারণ। সকালে ঘুম থেকে উঠে ছেলের জন্য নাস্তা প্রস্তুত করা, পরে মেয়ের স্কুলের ব্যাগ গোছানো, আর সবার শেষে শাশুড়ির ওষুধের সময় মনে রাখা—এগুলোই তার প্রতিদিনের ছকের মধ্যে আটকে থাকা কর্মসূচি। আর প্রতিটি কাজের মধ্যে যেন এক ধরনের রুটিনবদ্ধ জীবন থাকে, যা থেকে কখনও বের হতে পারেন না তিনি।

অন্বিতার স্বপ্ন ছিল—একদিন তিনি গল্প ও কবিতা লিখবেন। হৃদয়ের গভীরে সেই স্বপ্নের আলো ছড়িয়ে ছিল, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা ধোঁয়াশার মধ্যে মিলে গেছে। কোনও এক অদ্ভুত কারণে, তিনি ধারাবাহিকভাবে নিজের প্রয়োজনীয়তা ভুলতে শুরু করেছেন। নিজের জন্য কিছু সময় বের করার কোনও উপায় নেই। মা হওয়ার আনন্দ, বউ হওয়ার দায়িত্ব—এগুলো সব তার জীবনের মূল উৎস হয়ে উঠেছে, কিন্তু অন্য কিছু